ডি. জি. পিকচার্সের

শেষ নিবেদন

পরিচালক - ধীরেন গাঙ্গুলী

শরৎচন্দ্রের
কাহিনী আলোছায়া
অবলম্বনে

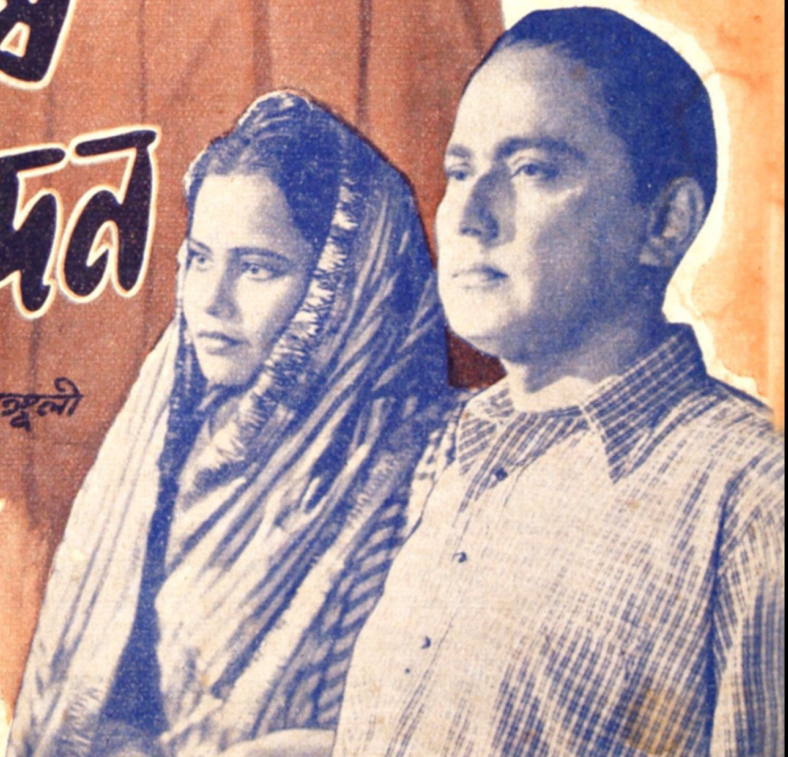

SB 30-1-48

একমাত্র পরিবেশক - প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়-এর

প্রযোজনায়

ডি. জি. পিকচার্সের

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর

"আলো-ছায়া"

—গল্প অবলম্বনে—

"শেষ-নিবেদন"

চরিত্র রূপায়নে :

ছবি বিশ্বাস সরযূবালা মলিনা

রাজলক্ষ্মী (বড়), নিভাননী, ডি-জি, অহি সান্যাল, কমলা অধিকারী, নবদ্বীপ,
তারা ভাদুড়ী, কমল চ্যাটার্জ্জী, কালী চক্রবর্ত্তী, হরিদাস, রাম,
আশা, হরিসুন্দরী আরও অনেকে।

কথা : দেবনারায়ণ গুপ্ত গান : শ্রীকান্ত
চিত্র গ্রহণে : মুরারী ঘোষ সহ : নির্ম্মল মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ গুহরায়
শব্দানুলেখনে : শিশির চ্যাটার্জ্জী সহ : সন্তু বোস
শিল্প-নির্দ্দেশনায় : সত্যেন রায় চৌধুরী সহ : গৌর পোদ্দার, রমেশ অধিকারী
ব্যবস্থাপনায় : হরিদাস চট্টোপাধ্যায় সহ : বিভূতি দাস
স্থির চিত্র-গ্রহণে : বি, ধর সহ : মধুসূদন ধর
সম্পাদনায় : সুকুমার মুখোপাধ্যায় সহ : অমিয় মুখোঃ, সদানন্দ রায় চৌধুরী
প্রচার-বিভাগ : ফণীন্দ্র পাল নৃত্য পরিকল্পনায় : হিমাংশু রায়
রসায়নাগারে : ধীরেন দাসগুপ্ত সহ : শম্ভু সাহা, সামান্ত রায়, ননী দাস
অমূল্য দাস, সরল চট্টোপাধ্যায়
রূপ সজ্জায় : সুধীর দত্ত, অক্ষয় দাস, অনিল ঘোষ

পরিচ্ছদে : মদন বিশ্বাস, ফকির মহম্মদ
প্লে-ব্যাক যন্ত্রে : সরোজ বোস, রবি সেন, অমল
তড়িৎ বিভাগে : প্রমোদ সরকার, গৌর রায়, নূর মহম্মদ, কানাই দে
সঙ্গীত পরিচালনায় : বিনোদ গাঙ্গুলী
অর্কেষ্ট্রায় : মণীন্দ্র চ্যাটার্জ্জী ও তার সম্প্রদায়
পরিচালনায় সহকারী : গণেশ চট্টোপাধ্যায় ও রামদাস চট্টোপাধ্যায়

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : ধীরেন গাঙ্গুলী

একমাত্র পরিবেশক :

প্রাইমা ফিল্মস (১৯৩৮) লিঃ

কাহিনী

বৃন্দাবনের মালতী-কুঞ্জ, সেদিন রাস উৎসবে মালতী-কুঞ্জ সঙ্গীত-মুখর। বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবক-সেবিকারা আজ মহোৎসবে মাতিয়াছে। ইহার মাঝে মাকে লইয়া যজ্ঞদত্ত উৎসব ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইল। শোক-সন্তপ্ত প্রাণে শান্তির আশায় যজ্ঞের মা আজ বৃন্দাবনে আসিয়াছেন। কিন্তু শান্তি লাভ তো দূরের কথা, শোক নূতন করিয়া তাঁহার অন্তর উদ্বেল করিয়া তুলিল। যজ্ঞের মা দেখেন, মালতী-কুঞ্জের উৎসবে আত্মহারা মেয়েটি ঠিক যেন তাঁহার হারানো মেয়ে সুরমারই মত। তিনি আর কোন মতেই শোক চাপিয়া রাখিতে পারেন না। গীতান্তে সুরমাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলেন, 'তুমি আমার সঙ্গে যাবে মা?' সুরমা কি জবাব দিবে—বৃন্দাবনচন্দ্রের কাছে সমর্পিতা মেয়ে সে সংসারের মায়ার প্রতি তাহার কোন মোহ জন্মাইবার বিশেষ কোন অবকাশ আজও পায় নাই। এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটে। প্রতিদিনই যজ্ঞ দত্তের মা মালতী-কুঞ্জে আসিয়া তাঁহার হারাণো মেয়েকে সুরমার মধ্যে খুঁজিয়া পাইয়া শোক-উদ্বেলিত অন্তর লইয়া ফিরিয়া যান।

যজ্ঞ বলে, 'চল মা এবার অন্য কোন তীর্থে যাই। বৃন্দাবনে এসেই যে তুমি আটকে পড়লে?'

যজ্ঞের মা বলেন, 'মালতী-কুঞ্জের জন্যে যে আমার কোথাও যাওয়া হচ্ছে না।'

শোকাভিভূত মাতৃহৃদয়ের সকাতর অনুরোধে সুরমা একদিন যজ্ঞ দত্তের মায়ের নিকট সম্মতি দিল। যজ্ঞের মা মালতী-কুঞ্জের প্রধানা বৈষ্ণবীর নিকট হইতে বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবাদাসী সুরমাকে কিনিয়া আনিয়া আসিলেন তাঁহার কলিকাতার বাড়ীতে।

যজ্ঞের মা সুরমাকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন বটে কিন্তু পালিতাকন্যা সুরমাকে লইয়া তাঁহার কোন সাধই মিটিল না। সমস্ত শোকের বন্ধন এড়াইয়া সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া তিনি পরপারে যাত্রা করিলেন।

যজ্ঞের সংসারে সুরমা আজ সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। সুরমা যজ্ঞকে ডাকে 'আলোমশাই'। যজ্ঞ সুরমাকে ডাকে 'ছায়া দেবী।' এমনি করিয়াই 'আলো-ছায়ার' খেলা সুরু হয় তাহাদের জীবনে।

কলিকাতায় প্রতিবাসীর খবর অনেকে রাখেনা। অনেকে আবার খুব রাখে। যাহারা রাখে, তাহারা বলে যজ্ঞ দত্ত এম-এ পাশ করুক, কিন্তু বয়াটে ছেলে। ইসারায় তাহারা সুরমার কথাটা উল্লেখ করে। সুরমা ও যজ্ঞদত্ত মাঝে মাঝে তাহা শুনিতে পায়। শুনিয়া দুইজনে হাসিতে থাকে। কিন্তু সুরমাকে ইহা লইয়া মাঝে মাঝে ভাবিতে হয়, ভাবে আমার ত তিনকুলে কেহ নাই। বৈষ্ণবীদের আখড়া হইতে কুড়ানো মেয়ে আমি—আমার সত্যকারের পরিচয় কাহারও

বিশ্বাসযোগ্য নয়। মনে মনে সে নিজকে বোঝায়, যে তাহার দেবতা কেন তাহার জন্য বিশ্বের কলঙ্ক কুড়াইবে। না, এ কখনও হইতে পারেনা—সে তাহার আলোমশাইয়ের বিবাহ দিবে এবং তাহার মুখের, সুখের দিকে চাহিয়া সে সব সহ্য করিবে।

সুরমার সনির্ব্বন্ধতায় নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যজ্ঞ দত্তকে বিবাহ করিতে হইল। মৃতা এক পাচিকার অনাথা কন্যা প্রতুলকুমারীকে সে বিবাহ করিয়া আনিল। বিবাহ করিতেই হইবে, সেইজন্য পছন্দ অপছন্দের কোন প্রশ্ন নাই। রূপহীনা অনাথা প্রতুলকুমারীর চোখে যজ্ঞদত্ত সহিষ্ণুতা ও শান্তভাবের যে নিগূঢ় ছায়া দেখিতে পাইয়াছিল, তাহা হয়তো তাহাকে আশ্বস্ত করিয়াছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল হৃদয়ের সহিত ঠিকভাবে বোঝা পড়া করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। জাগিয়া স্বপ্ন দেখায় দম আটকাইয়া যায়—স্বপ্নও শেষ হইতে চায়না, ঘুমও ভাঙ্গেনা ; সে যে কি ভয়ঙ্কর অস্বস্তি। 'আলোমশাই' ও 'ছায়া দেবীর' জীবনে, নতুন-বৌয়ের আবির্ভাবে এই অবস্থাটাই প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিল।

নতুন বৌও কতক বুঝিতে পারে, সে সেয়ানা মেয়ে নয়, তবুও ত' সে নারী। সাধারণ স্ত্রীবুদ্ধিটুকু হইতে ভগবান কাহাকেও বোধ করি বঞ্চিত করেন না। ক্রমশঃ এমন একটি অসহনীয় অবস্থায় পড়িয়া যজ্ঞ নতুন বৌকে গ্রামে পিসীমার নিকট রাখিয়া আসিল। পিসীমাকে মিথ্যা করিয়া বলিল, তাহার নাকি নরগণ, আর বৌ-এর নাকি রাক্ষসগণ, সুতরাং এই বৌকে লইয়া ঘর করা চলিবে না। বৌ পিসীমার নিকটেই থাকিবে এবং তাহার খরচ বাবদ মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া পিসীমাকে পাঠাইবে। বৌ আড়াল হইতে সব কথা শুনিল ও বিশ্বাস করিল।

গ্রামের ম্যালেরিয়া জ্বর নতুন বৌকেও একদিন ধরিয়া বসিল। পিসীমাও হঠাৎ মরিয়া গেলেন। ইহার পর নতুন-বৌকে কলিকাতায় আনা ছাড়া উপায় রহিলনা। নতুন বৌ ইতিমধ্যে সবই প্রায় জানিতে পারিয়াছে, সে কাহাকেও ইহার জন্য অপরাধী করিল না। শুধু একদিন জ্বরতপ্ত ক্ষীণ দেহ লইয়া সুরমার পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, একদিন তুমি আমাকে এ বাড়ীতে এনেছিলে তাই বলতে এসেছি দিদি, এবার ছুটি দাও আমাকে। আমি যাব—

জ্বরবিকারে সংজ্ঞাহীনা নির্দ্দোষিনী সেই অনাথা মেয়েটির শিয়রে অপরাধীর মত যজ্ঞ দত্ত যখন আসিয়া দাঁড়াইল, তখন বধূর স্বামীকে চিনিবার ক্ষমতাটুকুও ছিল না। সমস্ত মান, অভিমান, তাচ্ছিল্য ও অবহেলা সরাইয়া দিয়া সে অনন্তে মিলাইয়া গেল।

সুরমা আর পারিল না—যজ্ঞের সংসার হইতে সে ফিরিয়া আসিল মালতী-কুঞ্জে। বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা করিতে গিয়া দেখে ঠাকুরের স্থানে যজ্ঞ দত্তের মুখ ভাসিয়া ওঠে। কবে তাহার সকল কামনা-বাসনার বিসর্জ্জন হইবে—বৃন্দাবনচন্দ্রের চরণে কেমন করিয়া তাহার শেষ-নিবেদন জানাইবে ; সুরমার সেই কাহিনী ছায়াচিত্রে প্রতিফলিত হইয়াছে।

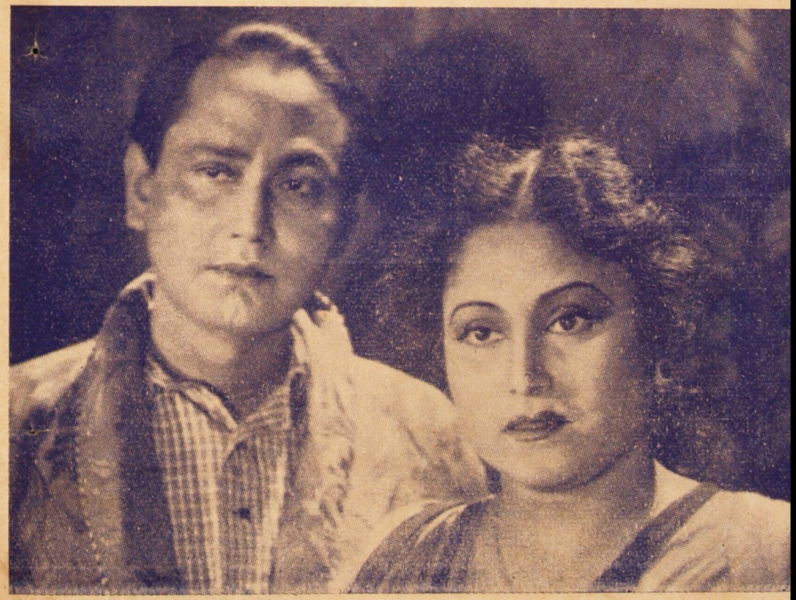

(১)

আজু শ্যাম রাস রঙ্গিয়া।
নব যুবরাজ যুবতি সঙ্গিয়া
শিথিল ছন্দ নীবিক বন্দ, ধাওয়ত বেগে যুবতীবৃন্দ
মুরলী বোলে মোহনীয়া।
বৃন্দাবনে রাসকুঞ্জে-খেলবি যদি শ্যাম-সঙ্গে
মুরলী বোলে মোহনীয়া
ব্রজ নাগরী রাস রঙ্গ-উনমত চিত শ্যাম সঙ্গ
নাচত কত ভঙ্গিয়া।
চঞ্চলগতি অতি সুরঙ্গ-নিরখি মুরছে শত অনঙ্গ
সঙ্গীত স্বর সুরঙ্গিয়া॥
গাওত কত রস প্রসঙ্গ-বাজত কত বীণ-মোচঙ্গ
তা-তা থৈ-থৈ মৃদঙ্গিয়া॥

(২)

নিধুবনে রাধাশ্যাম দোলত রঙ্গে, মিলি যত ব্রজবালা ফাগু দেই অঙ্গে।
মাধব দেয়ল ফাগ কিশোরী অঙ্গে, মুখ মুরই ধ্বনি করু কত রঙ্গে॥
দুহুঁ করে আবির দুহুঁ অঙ্গে ভারত পিচাঁকে রঙ্গে পাখাল,
লটপট পাগ উপরে শিখি চন্দ্রক, উড়না রঙ্গ গুলাল॥
দোলত রঙ্গে॥
অরুনিত যমুনা পুলিন কুঞ্জবন, অরুনিত যুবতী জাল।
অরুনিত তরুকুল, অরুণ লতাফুল, অরুণ ভ্রমরাগণ ভাল॥
দোলত রঙ্গে॥

(৩)

এই মিনতি হামারি শ্যাম।
রুনু ঝুনু মঞ্জীরে গুঞ্জরী এসো
এস) মম নয়নাভিরাম॥
অন্তর কুসুমে গেঁথেছি এ মালা,
নয়নের দীপে আরতি উজালা॥
রাতুল চরণে এসহে প্রীতম্,
ওগো মোর নবঘন শ্যাম॥
সুন্দর মম ওগো প্রিয়তম
এ তনু তব মন্দির সম
এ হৃদয়-মন্দির দুয়ার খোল,
দোল হৃদয় কুঞ্জে দোল॥
চপল চরণ ভাঙ্গিয়া রোল
মনোহর মোহনীয়া ঠাম॥

(৪)

মন্দিরে মোর প্রদীপ খানি,
জ্বালব না আর জ্বালব না,
মধুর তোমায় যাবার বেলায়
পথের ধুলায় কাঁদব না।
যে দীপ শিখা কেঁপে কেঁপে,
হারিয়ে গেল আঁধার ব্যাপে
বারে বারে আশার বাণী
তার কানে আর বলব না
মন্দিরে মোর প্রদীপ খানি জ্বালব না।

দিনের শেষে সন্ধ্যা নামে,
আঁধার আসে ঘিরে
রিক্ত আমি একেলা বসি
সব হারাণোর তীরে
মধুর তোমায় পেয়ে হারাই
তাই তো প্রিয় তোমায় শুধাই,
এলোই যদি যাবার লগণ
তোমায় ধরে রাখবো না
মন্দিরে মোর প্রদীপ খানি
জ্বালব না আর জ্বালব না॥

(৫)

তোরা বাজা শঙ্খ বাজা
আনন্দ আজ এলো ঘরে, ওরে বাজা
ব্রজের ধুলি ধন্য করে এলো হৃদয়-রাজা
ব্যর্থ প্রাণের চোখের জলে ফাগুণ যদি যায়রে চলে—
ঝরা ফুলের রাশি দিয়ে বসন্ত তোর সাজা
ওরে বাজা—বাজা শঙ্খ বাজা॥

আনন্দ আজ দিল ধরা নিখিল
প্রেমের বেশে
থাকিসনে তুই ভুল করে আর
সব হারাবার শেষে
সকল ব্যাথা রঙ্গিন হয়ে উঠবে
ফুটে চরণ ছুঁয়ে
প্রাণের ফুলে শেষ নিবেদন
সাজা রে তোর সাজা
বাজা শঙ্খ বাজা—

শ্রীফণীন্দ্র পাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত : ১৮, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ, দি ইষ্টার্ণ টাইপ ফাউণ্ডারী ও ওরিয়েণ্টাল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিমিটেড হইতে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ দে বি, এস্-সি কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

[মূল্য দুই আনা